প্রথম আলো

তারিখ 9 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন হচ্ছে

শরিফুজ্জামান ●

গত আট বছরে (২০০১-২০০৮) পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। ওই দুর্নীতি কীভাবে হয়েছে, কারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল এবং কার দায়-দায়িত্ব কতটুকু, তা খতিয়ে দেখবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন।

এক সদস্যের ওই কমিশনের প্রধান হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারির তিন মাসের মধ্যে কমিশন সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবেন।

একজন উপাচার্য দুর্নীতি করার পর অপসারণ বা পদত্যাগই কি তাঁর একমাত্র শাস্তি? কোনো উপাচার্য দুর্নীতির অভিযোগে চাকরিচ্যুত হয়ে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে চাকরি করতে পারেন কি না, সেই প্রশ্নটিও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ জোরেশোরে উঠেছে।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, পদত্যাগ বা অপসারণ সাময়িক ব্যাপার। কেউ দুর্নীতি ও অনিয়ম করলে তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ ●

দুর্নীতি তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুর্নীতি বন্ধ হবে না। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজ উদ্যোগে দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জোট সরকারের মেয়াদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেপরোয়া আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়ম হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা হয় অপসারিত হয়েছেন অথবা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাচার্য নিজ কর্মস্থলে ফিরে দিব্যি শিক্ষকতা করছেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তহবিল তছরুপ, অপচয়, অপ্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও অভিযোগ থাকায় বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপসচিব রইছ উদ্দিন জানান, দুর্নীতি-অনিয়ম তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয় এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত করেছে। কমিশনকে সহায়তা করবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব বা ওই পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। আগামী সপ্তাহে আইন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। কমিশন সম্মানীসহ আর্থিক ও দাপ্তরিক সুবিধা পাবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।